ষষ্ঠ অধ্যায়

বনায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. প্যাকেজিং বাক্স তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?

ক কদম খ শিমুল ● কেরোসিন ঘ ছাতিম

২. নিম গাছের পত্রফলকগুলো–

i. লম্বাটে ii. ডিম্বাকৃতির iii. বর্শাকৃতির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহিম ও করিম দুই বন্ধু। তাঁরা দুজন উন্নত ফার্নিচার তৈরির উদ্দেশ্যে একই জাতীয় এবং মিহি আঁশের বনজ গাছের ২টি ভিন্ন ভিন্ন গুঁড়ি ক্রয় করলেন। একই কাঠমিস্ত্রি দিয়ে ফার্নিচার তৈরির পর দেখা গেল করিমের ফার্নিচারে কাঙ্ক্ষিত রং গাঢ় কালচে হলেও রহিমের ফার্নিচারের রং লালচে খয়েরি হয়েছে। এতে রহিমের মন খারাপ হয়ে গেল।

৩. রহিম ও করিমের ক্রয় করা গাছটি ছিল–

ক সেগুন খ কাঁঠাল ● মেহগনি ঘ আকাশমনি

৪. করিমের ফার্নিচার উন্নত হওয়ার কারণ গাছটির গুঁড়ি–

i. বেশি পরিপক্ব ছিল

ii. মিহি আঁশের ছিল

iii. খুব সুন্দর পলিশ নিয়েছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ১ : ফলদ বৃক্ষ কাঁঠালের পরিচিতি গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি ■

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. কোনটি আমাদের জাতীয় ফল? (জ্ঞান)

ক আম ● কাঁঠাল গ জাম ঘ কলা

৬. কোয়ার গুণের ভিত্তিতে কাঁঠালকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)

ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৭. কাঠাল গাছের উচ্চতা কত মিটার পর্যন্ত হয়? (জ্ঞান)

ক ২০ ● ২১ গ ২২ ঘ ২৩

৮. কাঁঠাল কিরূপ জমিতে ভালো জন্মে? (জ্ঞান)

● লাল মাটির উঁচু জমি খ লাল মাটির নিচু জমি

গ সমতল জমি ঘ মাঝারি নিচু জমি

৯. সবচেয়ে বড় আকারের ফল কোনটি? (জ্ঞান)

ক আম ● কাঁঠাল গ জাম ঘ বাতাবি লেবু

১০. কাঁঠালের চারা রোপণের উপযুক্ত সময় কোনটি? (জ্ঞান)

ক বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ খ আষাঢ়–শ্রাবণ

● শ্রাবণ–ভাদ্র ঘ ভাদ্র–আশ্বিন

১১. বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্দিদ কোনটি? (জ্ঞান)

ক তাল খ বেল ● কাঁঠাল ঘ পেয়ারা

১২. দুর্যোগকালীন সময়ে ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়– (জ্ঞান)

ক আমপাতা ● কাঁঠালপাতা গ লেবুপাতা ঘ বাঁশপাতা

১৩. সবজি হিসেবে ব্যবহার উপযোগী কোনটি? (জ্ঞান)

● কাঁঠাল বীজ খ আম বীজ গ খেজুর বীজ ঘ তাল বীজ

১৪. কাঁঠাল কাঠের রং কেমন? (জ্ঞান)

● গাঢ় হলুদ খ গাঢ় সবুজ গ গাঢ় কমলা ঘ গাঢ় লাল

১৫. কোন মাটিতে কাঁঠালের চাষ খুব ভালো হয়? (জ্ঞান)

ক বেলে–দোআঁশ ● পলি–দোআঁশ

গ এটেল–দোআঁশ ঘ পলি–এটেল

১৬. ফল ধরার কত মাসের মধ্যে কাঁঠাল পুষ্ট হয়? (জ্ঞান)

ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৭. কাঁঠালের চারা রোপণের কত মাস পূর্বে গর্ত তৈরি করতে হবে? (জ্ঞান)

● ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

১৮. কোন ক্ষেত্রে ফলদ বৃক্ষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়?

ক রাজনৈতিক ● অর্থনৈতিক গ সাংস্কৃতিক ঘ আন্তর্জাতিক

১৯. কোন কাঁঠালের কোয়া শক্ত হয়? (জ্ঞান)

● খাজা খ গলা গ রসা ঘ আধারসা

২০. কোন কাঠালের কোয়া মুখে দিলেই গলে যায়? (জ্ঞান)

ক খাজা ● গলা গ রসা ঘ আধারসা

২১. কাঁঠালের পুষ্টতা বোঝায় উপায় কোনটি? (অনুধাবন)

ক কাঁঠালের রং দেখা খ কাঁঠালের ঘ্রাণ নেয়া

● টোকা দিয়ে শব্দ শুনা ঘ কাঁঠাল কেটে পরীৰা করা

২২. কাঁঠাল গাছ সাধারণত বছরে কতবার ফল দেয়? (জ্ঞান)

● ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

২৩. কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কী? (জ্ঞান)

Melia azedarach ● *Artocarpus heterophyllus*

Swetenia macrophylla *Azadirachta indica*

২৪. ভাওয়াল এলাকায় কোন বৃক্ষের বাগান করা হয়?

[এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, মাইলস্টোন কলেজ, (ঢাকা]

ক শাল খ সেগুন গ মেহগনি ● কাঁঠাল

২৫. কোন উদ্দিদের বীজ সাদা এবং ফুল সবুজ রঙের হয়? (জ্ঞান)

ক মেহগনি ● কাঁঠাল গ নিম ঘ পেয়ারা

২৬. কাঁঠাল গাছের উচ্চতা কত মিটার পর্যন্ত হয়? (জ্ঞান)

ক ১২ খ ১৫ গ ১৮ ● ২১

২৭. ভাওয়াল এলাকায় কোন বৃক্ষের বাগান করা হয়?

(জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট)

ক শাল খ সেগুন গ মেহগনি ● কাঁঠাল

২৮. যেসব কাঁঠালের কোয়া শক্ত তাকে কী বলে? (নোয়াখালী জিলা স্কুল)

ক গলা কাঁঠাল খ আধরসা কাঁঠাল
● খাজা কাঁঠাল ঘ শক্ত কাঁঠাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯. কাঁঠালের পাতা– (অনুধাবন)

i. সরল ii. সবুজ iii. লম্বাকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. একটি ফলবতী কাঠাল গাছে সার প্রয়োগ করা উচিত— (অনুধাবন)

i. গোবর ৫০ কেজি ii. ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম
iii. টিএসপি ৫০০ গ্রাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩১. সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়– (অনুধাবন)

i. পাকা কাঁঠাল ii. কাঁঠাল বীজ
iii. কাঁচা কাঠাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. কাঁঠাল গাছ ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)

i. দরজা তৈরিতে ii. জানালা তৈরিতে iii. আসবাবপত্র তৈরিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নিপাদের একটি ফলদ বৃৰের বাগান রয়েছে। শ্রাবণ–ভাদ্র মাস উক্ত বৃৰের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। বৃৰটির পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি ও সবুজ।

৩৩. অনুচ্ছেদে কোন ফলদ বৃক্ষের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)

● কাঁঠাল খ আম গ জাম ঘ লিচু

৩৪. উক্ত বৃক্ষ– (উচ্চতর দৰতা)

i. চিরহরিৎ ii. কাষ্ঠল iii. একবীজপত্রী

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ২ : বনজ বৃক্ষ মেহগনির পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি ■ পৃষ্ঠা : ১০৮ - ১১০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. মেহগনির আদি নিবাস কোনটি? (জ্ঞান)

ক পাকিস্তান খ ভারত গ বাংলাদেশ ● জ্যামাইকা

৩৬. কোনটিকে পত্রঝরা উদ্দিদ বলে? (জ্ঞান)

ক আম খ বাঁশ ● মেহগনি ঘ তাল

৩৭. মেহগনি কাঠের রং কেমন? (জ্ঞান)

● কালচে খয়েরি খ লালচে সাদা
গ বাদামি তামাটে ঘ ধূসর গোলাপি

৩৮. কোন জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে? (জ্ঞান)

ক নিচু ও ঢালু খ উঁচু ও নিচু
● উঁচু ও মাঝারি উঁচু ঘ পাহাড় ও ঢালু

৩৯. মেহগনি কেমন উদ্দিদ? (জ্ঞান)

ক একবীজপত্রী বনজ খ একবজিপত্রী ফলদ
● দ্বিবীজপত্রী কাষ্ঠল ঘ বহুবীজপত্রী কাষ্ঠল

৪০. উন্নতমানের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্দিদ কোনটি? (জ্ঞান)

ক পেয়ারা খ তাল ● মেহগনি ঘ বেল

৪১. কোন গাছের কাঠ খুব ভালো পলিশ নেয়? (জ্ঞান)

● মেহগনি খ তেতুল গ আম ঘ তাল

৪২. কোন সময়ে মেহগনি গাছের পাতা ঝরে? (জ্ঞান)

ক বসন্তকালে খ গ্রীষ্মকালে ● শীতকালে ঘ বর্ষাকালে

৪৩. মেহগনি কাঠের আঁশ কেমন? (জ্ঞান)

ক খসখসে ● মিহি গ চেরাচেরা ঘ তেলতেলে

৪৪. মেহগনি গাছে সেচের পরে কী দিতে হয়? (জ্ঞান)

● মালচিং খ বেড়া গ খড় ঘ পেপটিং

৪৫. সার মিশ্রিত মাটি ও গর্ত রোদে শুকাতে হয় কত দিন? (জ্ঞান)

ক ১০ ● ১৫ গ ২০ ঘ ২৫

৪৬. গাছের গোড়ায় পানি সেচ দিতে হয় কোন সময়? (জ্ঞান)

● খরা মৌসুমে খ শীত মৌসুমে গ বর্ষা মৌসুমে ঘ গ্রীষ্ম মৌসুমে

৪৭. মেহগনি বীজের অঙ্কুরোদগমে সময় লাগে কত দিন? (জ্ঞান)

ক ৫–১০ খ ১০–১৫ গ ১৫–২০ ● ২০–৩০

৪৮. আসবাবপত্র তৈরিতে কোন কাঠের ব্যবহার বেশি? (জ্ঞান)

● মেহগনি খ কদম গ ছাতিম ঘ শিমুল

৪৯. বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সারাদেশে ব্যাপক হারে কোন গাছ লাগানো হচ্ছে? (জ্ঞান)

● মেহগনি খ কাঁঠাল গ সেগুন ঘ ইউক্যালিপটাস

৫০. মেহগনি গাছের ফুলের রং কেমন? (জ্ঞান)

ক হলুদাভ সাদা ● সবুজাভ সাদা গ নীলাভ সাদা ঘ লালচে গোলাপী

৫১. মেহগনির চারা কোন মাসে রোপণ করতে হয়? (জ্ঞান)

ক ফেব্রবয়ারি–এপ্রিল খ এপ্রিল–জুন
● জুন–আগষ্ট ঘ আগস্ট–অক্টোবর

৫২. মেহগনির চারা কোন মাসে সংগ্রহ করতে হয়? (জ্ঞান)

ক জানুয়ারি–ফেব্রবয়ারি খ ফেব্রবয়ারি–মার্চ
● মার্চ–এপ্রিল ঘ এপ্রিল–মে

৫৩. মেহগনি গাছের প্রজাতি কয়টি? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ]

● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৫৪. মেহগনির আদি নিবাস কোথায়? (জ্ঞান)

ক লন্ডন খ বাংলাদেশ ● জ্যামাইকা ঘ ভারত

৫৫. মেহগনি গাছের প্রজাতি কয়টি? (জ্ঞান)

● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৫৬. জ্যামাইকা ও মধ্য আমেরিকা কোন গাছের আদি নিবাস? (অনুধাবন)

ক কাঁঠাল ● মেহগনি গ নিম ঘ বাঁশ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৭. মেহগনি গাছের চারা রোপণ করা হয়– (অনুধাবন)
i. আষাঢ় মাসে ii. শ্রাবণ মাসে iii. ভাদ্র মাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮. মেহগনি গাছের কান্ড– (অনুধাবন)
i. শক্ত ii. লম্বা iii. বাদামি রঙের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৯. মেহগনি গাছ বেশি পাওয়া যায়– (অনুধাবন)
i. যশোর ও খুলনা জেলায় ii. খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলায়
iii. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. মেহগনি গাছের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. কান্ড লম্বা, শক্ত ও বাদামি রঙের
ii. আঁশ খুব মিহি ও কাঠের রং কালচে বাদামি
iii. ফল বেশ বড়, ডিম্বাকৃতি ও বাদামি রঙের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৬১. চিত্রে প্রদর্শিত গাছটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ক সেগুন খ কাঁঠাল ● মেহগনি ঘ আকাশমনি

৬২. উক্ত গাছের কাঠ– (উচ্চতর দৰতা)
i. বাসগৃহ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
ii. বাসগৃহের জানালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
iii. আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৩ : নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভিদ বাঁশের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি ■ পৃষ্ঠা : ১১০ - ১১২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. বাঁশের কান্ডকে টুকরো টুকরো করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে কী বলে? (জ্ঞান)
● গিট কলম খ কঞ্চি কলম
গ মোথা কলম ঘ অফসেট কলম

৬৪. গিট কলম করতে কত বছর বয়সী বাঁশ নির্বাচন করতে হবে? (জ্ঞান)
● ১–৩ খ ৪–৫ গ ৬–৭ ঘ ৮–৯

৬৫. বাঁশের কঞ্চির গোড়ায় প্রাকৃতিকভাবেই শিকড় গজায় কখন? (জ্ঞান)
● বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে খ আষাঢ়–শ্রাবণ মাসে
গ কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে ঘ ভাদ্র–আশ্বিন মাসে

৬৬. বাঁশ গাছে ফুল ও বীজ হয় কত বছর পরে? (জ্ঞান)
ক ৭০ খ ৮০ গ ৯০ ● ১০০

৬৭. কাঁচা বাশের রং কেমন? (জ্ঞান)
ক লাল খ হলুদ গ সাদা ● সবুজ

৬৮. গরিবের কাঠ বলা হয় কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক আম ● বাঁশ গ কাঁঠাল ঘ মেহগনি

৬৯. কাগজ ও রেয়ন তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়– (জ্ঞান)
ক গুল্ম খ লতা ● বাঁশ ঘ বেত

৭০. গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে পরিচিত কোনটি? (জ্ঞান)
ক পেয়ারা খ গোলপাতা ● বাঁশ ঘ কাঁঠাল

৭১. বাংলাদেশে প্রায় কত প্রকার বাঁশের চাষ দেখা যায়? (জ্ঞান)
● ২৩ খ ২৪ গ ২৫ ঘ ২৬

৭২. বাঁশের প্রাকমূল কঞ্চি কলম করার জন্য মাটিতে গোবরের অনুপাত কেমন হবে?
● ২ : ১ খ ২ : ৩ গ ৩ : ১ ঘ ৩ : ৪

৭৩. অফসেট সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কোনটি? (জ্ঞান)
● চৈত্র খ বৈশাখ গ আশ্বিন ঘ কার্তিক

৭৪. গরীবের কুটির হতে বড় বড় অট্টালিকা তৈরিতে কোনটির ব্যবহার অপরিহার্য?
ক নিম খ কাঁঠাল গ মেহগনি ● বাঁশ

৭৫. কোন রং ধারণ করলে বাঁশ কাটা যেতে পারে? (জ্ঞান)
ক সবুজ খ ঘিয়ে ● হালকা ঘিয়ে ঘ হালকা সবুজ

৭৬. গ্রামীণ বাঁশ কোনটি? (জ্ঞান)
● মরাল খ মূলি গ মিতিঙ্গা ঘ মাকলা

৭৭. কোন বাঁশের দেয়াল পুরু? (জ্ঞান)
ক ডলু খ নলি গ মূলি ● উরা

৭৮. কোন বাঁশের দেয়াল পাতলা? (জ্ঞান)
● মিতিঙ্গা খ মরাল গ বড়ুয়া ঘ বরাক

৭৯. বাঁশ সাধারণত কত মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক ১–৩ খ ৩–৫ ● ৫–৭ ঘ ৭–৯

৮০. কোন উদ্দিদ থেকে তৈরিকৃত বাদ্যযন্ত্র সাংস্কৃতিক অজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে?
ক লেবু ● বাঁশ গ ধইঞ্চা ঘ শন

৮১. কোনটিকে গরিবের কাঠ বলা হয়? (অনুধাবন)
ক আম খ কাঁঠাল ● বাঁশ ঘ মেহগনি

৮২. নৌকা তৈরিতে কোন বাঁশ ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
● বরাক খ মুলি গ মরাল ঘ তলরা

৮৩. মরাল ও তল্লা বাঁশ দিয়ে কোনটি করা হয়? (ময়মনসিংহ জিলা স্কুল)
ক সজ্জিতকরণ খ নির্মাণ কাজ
● আসবাব তৈরি ঘ যন্ত্রপাতি তৈরি

৮৪. ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে কোন বাঁশ ব্যবহার করা হয়? (অনুধাবন)
● বরাক খ মিতিঙ্গা গ মুলি ঘ মরাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৫. গ্রামীণ বাঁশের জাত– (অনুধাবন)
i. মিতিঙ্গা ii. বরাক iii. উরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়– (অনুধাবন)
i. ঝুড়ি ii. কোদাল iii. ঝাঁপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. নির্মাণ সামগ্রী উদ্দিদ বাঁশ– (অনুধাবন)
i. মোথা বা রাইজোম হতে চাষ হয়
ii. সাধারণত ১৫–২৫ মিটার লম্বা হয়
iii. তিন বছর পরপর পরিপক্ব অবস্থায় কাটা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. বন বজ্গালের বাঁশ হলো– [চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃ বিদ্যালয়]
i. উরা, মরাল, বরাক ii. বেতুয়া, নলি তলরা, মূলি
iii. মিতিঙ্গা, ডলু, মাকলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. গ্রামীণ বাঁশ হলো– (ময়মনসিংহ জিলা স্কুল)
i. উরা ii. ডলু, তলরা iii. বরাক, বড়ুয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০ ও ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি উদ্ভিদকে গরিবের কাঠ বলা হয়। উদ্ভিদটি তিনটি উপায়ে চাষ করা হয়।

৯০. অনুচ্ছেদটি কোন উদ্দিদকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
● বাঁশ খ কড়ই গ সেগুন ঘ নিম

৯১. উক্ত উদ্দিদ– (উচ্চতর দৰতা)
i. গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে পরিচিত
ii. কাঁচা অবস্থায় সবুজ রঙের হয়
iii. কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ৪ : ঔষধি বৃক্ষ নিম গাছের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি ■ পৃষ্ঠা : ১১২ - ১১৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯২. নিম কী দ্বারা বংশ বিস্তার করে? (জ্ঞান)
ক ডাল খ পাতা ● বীজ ঘ বাকল

৯৩. নিম গাছের বীজ সংগ্রহের সময় কোনটি? (জ্ঞান)
● জুন–জুলাই খ আগস্ট–সেপ্টেম্বর
গ সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ঘ নভেম্বর–ডিসেম্বর

৯৪. নিম গাছের কয়টি পত্রফলক থাকে? (জ্ঞান)
ক ৩–৫ খ ৮–১০ ● ৯–১৫ ঘ ১৫–২০

৯৫. নিম চারা কখন মূল জমিতে রোপণ করতে হয়? (জ্ঞান)
● মে–জুন মাসে খ জুন–জুলাই মাসে
গ আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে ঘ অক্টোবর–নভেম্বর মাসে

৯৬. বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী গাছ কোনটি? (জ্ঞান)
ক ধইঞ্চা ● নিম গ পেয়ারা ঘ লেবু

৯৭. নিম কেমন বৃক্ষ? (জ্ঞান)
ক দ্বিবীজপত্রী ● পত্রঝরা গ পত্রহীন ঘ পাতাবাহারি

৯৮. নিমের ফুলের রং কেমন? (জ্ঞান)
ক হলুদ খ সবুজ ● সাদা ঘ লাল

৯৯. বাংলাদেশে নিমের কমপক্ষে কয়টি প্রজাতি রয়েছে? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১০০. নিম গাছ কত মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ১৫ ● ২০ ঘ ২৫

১০১. ঔষধি গাছ কোনটি? (জ্ঞান)
ক কলা ● নিম গ বাঁশ ঘ লিচু

১০২. ঘোড়া নিমের বৈজ্ঞানিক নাম কী? (জ্ঞান)
● *Melia azedarach* খ *Azadirachta indica*
গ *Artocarpus heterophyllus* ঘ *Swetenia macrophylla*

১০৩. কোন গাছের পত্রফলকের কিনারা খাঁজ কাটা? (জ্ঞান)
ক মেহগনি খ কাঁঠাল ● নিম ঘ সেগুন

১০৪. কোন উদ্দিদ মানুষ ও শস্যের রোগ নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে? (উচ্চতর দৰতা)
● নিম খ আম গ তেঁতুল ঘ জাম

১০৫. কৃমির উপদ্রব কীভাবে কমানো যায়? (উচ্চতর দৰতা)
মেহগনি পাতার রস ব্যবহার ● নিমপাতার রস ব্যবহার করে
কাঁঠাল পাতার রস ব্যবহার করে বাঁশের পাতার রস ব্যবহার করে

১০৬. কোন গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজা হয়? (অনুধাবন)
ক কাঁঠাল খ মেহগনি ● নিম ঘ আম

১০৭. কোন গাছের নির্যাস ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
● নিম খ তুলসি গ এলামন্ডা ঘ পিয়াজ

১০৮. ঔষধী গাছ কোনটি? (বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট)
ক চা খ সেগুন ● নিম ঘ শিশু

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৯. নিমগাছের– (অনুধাবন)
i. পত্র সরল ii. পত্র ফলকগুলো লম্বাটে
iii. ফল পাকলে হলুদ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. নিমের পত্রফলক হলো– [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. তীর্যক ii. লম্বাটে
iii. বর্শাকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. নিম পাতার রস ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)

i. কীটনাশক হিসেবে ii. জীবাণুনাশক হিসেবে

iii. কৃমির উপদ্রব কমাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. নিমের শুকনা পাতা ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)

i. শস্যের পোকা দমনে ii. কাপড়ের পোকা দমনে

iii. চালের পোকা দমনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিছুদিন যাবত মিন্টুর দাঁত হতে রক্ত ও পুঁজ পড়ছে। সে একটি গাছের ছাল ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করল।

১১৩. মিন্টু কোন গাছের ছাল ব্যবহার করেছে? (প্রয়োগ)

ক বাসক খ অর্জুন ● নিম ঘ বহেরা

১১৪. উক্ত গাছ– (উচ্চতর দৰতা)

i. রোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখে ii. কীটনাশক হিসেবে কাজ করে

iii. মাটির ৰয় বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৫ : বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ ■ পৃষ্ঠা : ১১৪ - ১১৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৫. আমাদের দেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ? (জ্ঞান)

ক ১০ ● ১৭ গ ২০ ঘ ২৫

১১৬. শালবন কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

● গাজীপুর খ ফরিদপুর গ নাটোর ঘ পাবনা

১১৭. কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কাঠের মান ও পরিমাণ উন্নত হয়? (জ্ঞান)

● প্রবনিং খ কাটিং গ লেবেলিং ঘ কলম

১১৮. চারাগাছ ছত্রাকজনিত রোগ বা পোকা–মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হলে কী করতে হয়?

ক গাছ ধ্বংস খ প্রবনিং

গ সার প্রয়োগ ● কীটনাশক প্রয়োগ

১১৯. কাষ্ঠল বৃক্ষকে মূল্যবান করতে অপ্রয়োজনীয় ডাল কেটে ফেলাকে কী বলে?

ক কলম খ কাটিং ● প্রবনিং ঘ লেবেলিং

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২০. প্রুনিং এর ফলে কাঠের– (অনুধাবন)

i. মান উন্নত হয় ii. পরিমাণ বৃদ্ধি পায় iii. স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. বন সংরক্ষণের উপায় হলো– (অনুধাবন)

i. বন সংরৰণ আইন মেনে চলা ii. বনদস্যুদের প্রতিহত করা

iii. সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২২. বৃক্ষের চারা সংরক্ষণের জন্য দরকার– (অনুধাবন)

i. বেড়া দেওয়া ii. সেচ দেওয়া

iii. প্রবনিং করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. কাষ্ঠল বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য করণীয় হলো– (অনুধাবন)

i. প্রবনিং করা ii. পরিচর্যা করা iii. রোগবালাই দমন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৪ ও ১২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জসিম তার বসতবাড়ির খালি ও পতিত জায়গায় বিভিন্ন বনজ বৃৰের বেশ কিছু চারা লাগিয়েছেন। তিনি নিয়মিত এগুলোর পরিচর্যা করেন, সার ও সেচ দেন, এমনকি প্রবনিংও করেন।

১২৪. জসিমের কাজগুলোকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক বন সংরৰণ ● বৃৰ সংরৰণ

গ চারা উৎপাদন ঘ সামাজিক বনায়ন

১২৫. জসিমের কাজগুলো ভূমিকা রাখবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. বন সংরৰণে ii. বনজ সম্পদ রৰায়

iii. বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৬ : কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরি পদ্ধতি ■ পৃষ্ঠা : ১১৬-১১৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৬. কোন উদ্দিদের গুটি কলম করা হয়? (জ্ঞান)

● লেবু খ আম গ কাঁঠাল ঘ শিমুল

১২৭. শাখা কলম করা হয় কোনটির? (জ্ঞান)

● গোলাপ খ পেয়ারা গ লিচু ঘ সফেদা

১২৮. ভিনিয়র কলম করা হয় কোন গাছের? (জ্ঞান) (জ্ঞান)

● আম খ লেবু গ লিচু ঘ গোলাপ

১২৯. সায়ন জোড়া লেগে ভাল বেকে কুঁড়ি গজাতে সময় লাগে– (জ্ঞান)

● ২–৩ সপ্তাহ খ ৩–৪ সপ্তাহ গ ৪–৫ সপ্তাহ ঘ ৫–৬ সপ্তাহ (জ্ঞান)

১৩০. ভিনিয়ার পদ্ধতিতে গোড়া থেকে কত সে.মি. উপরে কলম করতে হবে?

ক ১০–১৫ খ ১৫–২০ ● ২০–৩০ ঘ ২৫–৩০

১৩১. উদ্দিদের বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম কোনটি? [খুলনা জিলা স্কুল]

ক মূল খ শাখা গ কাণ্ড ● বীজ

১৩২. নিচের কোন অজ্ঞাজ প্রজনন পদ্ধতিটি জনপ্রিয় ও সহজ?

[সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ]

ক জোড় কলম খ দাবা কলম ● গুটি কলম ঘ কাটিং

১৩৩. গুটি কলম তৈরি করার জন্য কত বয়সের সতেজ ডাল নির্বাচন করা হয়?

ক ছয় মাস ● এক বছর গ দেড় বছর ঘ দুই বছর

১৩৪. গুটি কলমে ব্যবহৃত পেস্টে দোআঁশ মাটি ও গোবরের অনুপাত– (জ্ঞান)
ক ২ : ১ খ ২ : ২ ● ৩ : ১ ঘ ৩ : ২

১৩৫. গোলাপ গাছের কৃত্রিম অজ্ঞাজ প্রজনন করতে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে?
● শাখা কলম খ গুটি কলম গ ভিনিয়ার কলম ঘ দাবা কলম

১৩৬. ভিনিয়ার কলম করার জন্য স্টক গাছের বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?(জ্ঞান)
ক ৩–৬ মাস খ ৬–৯ মাস ● ৯–১২ মাস ঘ ১২–১৫ মাস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৭. ভিনিয়ার কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়– (অনুধাবন)
i. বসন্তকাল ii. হেমন্তকাল iii. শরৎকাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. গুটি কলম করা যায়– (অনুধাবন)
i. লেবু গাছে ii. পেয়ারা গাছে
iii. সফেদা গাছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৯. কৃত্রিম অজ্ঞাজ প্রজনন হলো – [খুলনা জিলা স্কুল]
i. শাখা কলম ii. গুটি কলম
iii. যুক্ত জোড় কলম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. গুটি কলম তৈরির ক্ষেত্রে– (অনুধাবন)
i. এক বছর বয়সের সতেজ ডাল নির্বাচন করা হয়
ii. ৩ : ১ অনুপাতে গোবর ও দোআঁশ মাটির পেস্ট করা হয়
iii. নির্বাচিত কাণ্ডের ছাল উঠিয়ে চট দিয়ে ঘষে নিতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪১. গুটি কলম করতে প্রয়োজনীয় উপাদান হলো– (অনুধাবন)
i. মাতৃগাছ, ছুরি ii. গোবর–মাটির পেস্ট
iii. পলিথিন, সূতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪২. কৃত্রিম অজ্ঞাজ প্রজনন হলো–(মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ঢাকা)
i. শাখা কলম ii. গুটি কলম
iii. যুক্ত জোড় কলম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৩ ও ১৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অঞ্জন উন্নত জাতের লিচু গাছ থেকে অজ্ঞাজ প্রজননের মাধ্যমে নতুন গাছ তৈরি করতে চায়। এজন্য সে তিন ভাগ দোআঁশ মাটির সাথে এক ভাগ পচা গোবর সার মিশিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করে এবং বিশেষ পদ্ধতিতে লিচু গাছের বাকল তুলে সেখানে উক্ত পেস্ট লাগিয়ে পলিথিনে মুড়ে দুই মুখ সুতা দিয়ে বেঁধে দেয়।

১৪৩. অঞ্জনের অজ্ঞাজ প্রজনন পদ্ধতি নির্দেশ করে– (প্রয়োগ)
ক শাখা কলম পদ্ধদিকে ● গুটি কলম পদ্ধদিকে
গ ভিনিয়ার কলম পদ্ধদিকে ঘ দাবা কলম পদ্ধদিকে (প্রয়োগ)

১৪৪. উক্ত পদ্ধতিতে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পেয়ারার নতুন গাছ তৈরি করা হয়
ii. গোলাপের নতুন গাছ তৈরি করা হয়
iii. সফেদার নতুন গাছ তৈরি করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৭ ও ৮ : কাণ্ড খণ্ড থেকে হাতে–কলমে নতুন চারা উৎপাদন; কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী কাঠ ও বাঁশের ব্যবহার পদ্ধতি ■
পৃষ্ঠা : ১১৯-১২১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৫. গৃহ নির্মাণে কোন জাতীয় বাঁশ বেশি ব্যবহার হয়? (জ্ঞান)
● বরাক খ মরাল গ তলরা ঘ মূলী

১৪৬. যানবাহন তৈরিতে কোন ধরনের বাঁশ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● বরাক খ মরাল গ তলরা ঘ বেতুয়া

১৪৭. গৃহ নির্মাণসামগ্রী তৈরিতে কোন উদ্দিদগুলোর কাঠ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক জারবল, বাবলা, পিতরাজ খ মেহগনি, তাল, গাব
গ শিমুল, কদম, কড়ই ● শাল, সেগুন, সুন্দরি

১৪৮. গৃহের আসবাবপত্র তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক মেহগনি, শাল, সেগুন ● মেহগনি, কাঁঠাল, রেইনট্রি
গ দেবদারব, বাবলা, কদম ঘ শিমুল, কদম, ছাতিম

১৪৯. নিচের কোনগুলো তৈরিতে রেইনট্রি ও সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● সোফা, খাট খ নৌকা, লঞ্চ
গ খুঁটি, পাটাতন ঘ পেন্সিল, কাগজ

১৫০. রেললাইনের স্লিপার তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● শাল খ সেগুন গ কড়ই ঘ গেওয়া

১৫১. আম, কদম, পিতরাজ কাঠ কী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক পেন্সিল খ কাগজ গ স্লিপার ● পরাইউড

১৫২. দেয়াশলাই তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● কদম খ শাল গ বাবলা ঘ কড়ই

১৫৩. গৃহ নির্মাণ সামগ্রী কোনটি? (জ্ঞান)
ক সোফা খ আচরা গ জোয়াল ● পাটাতন

১৫৪. নৌকা তৈরিতে কোন বাঁশ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● বরাক খ মুলি গ মরাল ঘ তলরা

১৫৫. উদ্দিদের বজ্য অংশ কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক যন্ত্রপাতি খ যানবাহন ● জ্বালানি ঘ আসবাবপত্র

১৫৬. শক্ত ধরনের বাঁশ কোনটি? (জ্ঞান)
ক তলরা খ মূলী ● বরাক ঘ মরাল

১৫৭. ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে কোন বাঁশ ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক মাকলা খ ডেলু ● বরাক ঘ বেতুয়া

১৫৮. কোন কাঠ দিয়ে প্যাকেজিং বাক্স তৈরি করা হয়? (অনুধাবন)
● কেরোসিন খ পিতারাজ গ লটকন ঘ জারব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৯. দেয়াশলাই তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. বাবলা, মান্দার ii. শিমুল, কদম

iii. ছাতিম, গেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. প্লাইউড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— (অনুধাবন)

i. মান্দার, গেওয়া ii. পিতরাজ, আম

iii. আম, কদম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. বাবালা, গেওয়া, লটকন, গাব ও তাল কাঠ দিয়ে তৈরি হয়— (অনুধাবন)

i. লাঙল, জোয়াল, আঁচড়া ii. পাটাতন, দিয়াশলাই, সিরপার

iii. কাগজ, পেন্সিল, ইলেকট্রিক সুইচ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার বাঞ্ছনীয়— (অনুধাবন)

i. জারবল, পিতরাজ, বাবলা ii. বাবলা,শাল, সুন্দরি

iii. গেওয়া, কড়ই, দেবদারব

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. আসবাবপত্র তৈরি ও সজ্জিতকরণে ব্যবহৃত হয়—

[খুলনা জিলা স্কুল; সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

i. বরাফ, মিতিঙ্গা ii. নরাল, স্থলি iii. মূলি, তলরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৪ ও ১৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শফিকের ফলদ ও বনজ বৃৰের বাগান আছে। বাগানে আম, কাঁঠাল, মেহগনি, সেগুন, কড়ই ও বাবলা গাছ আছে।

১৬৪. শফিক তার বাগানের কোন বৃক্ষটি গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করতে পারবে? (প্রয়োগ)

ক আম খ কাঁঠাল গ মেহগনি ● সেগুন

১৬৫. উক্ত বৃক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)

● আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয় খ পরাইউড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

গ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঘ পেন্সিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাজিদ প্রায়ই পেটের অসুখ ও চর্মরোগে ভোগে। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলে দাদা সাজিদকে তাঁর বাগানের একটি গাছের পাতা এবং বাকলের রস খাওয়ান ও শরীরে লাগিয়ে দেন। এতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া দাদা সাজিদকে তাঁর বাড়ির বিশেষ একটি ফলের বাগানও ঘুরিয়ে দেখান। সাজিদকে তাঁর দাদা আকারে সর্বাপেক্ষা বড় ও বিশেষ গুণসম্পন্ন ঐ ফলটি সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. মেহগনি গাছের একটি প্রজাতির নাম লেখ। ১

খ. বাঁশকে নির্মাণ সামগ্রী বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাজিদের দাদার বাগানের ঐ ফলটি বিশেষ গুণসম্পন্ন কেন, কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষিতে সাজিদের ব্যবহার করা গাছটির উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মেহগনি গাছের একটি প্রজাতির নাম হলো *Swietenia macrophylla*।

খ. গৃহ নির্মাণ কাজে বাঁশের ব্যবহার করা হয়। গরিবের কুটির থেকে শুরব করে বড় বড় অট্টালিকা তৈরিতেও বাঁশের ব্যবহার হয়। খাল পারাপারের সাঁকো তৈরিতেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বুক শেলফ, সোফা, মোড়া, চেয়ার, লাঙল, জোয়াল, মই, ঝুড়ি, মাথাল, রিকসা, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি তৈরিতেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এসব কারণে বাঁশকে নির্মাণ সামগ্রী বলা হয়।

গ. সাজিদের দাদার বাগানের ফলটি হলো কাঁঠাল।

কারণ সাজিদের দাদা সাজিদকে আকারে সর্বাপেৰা বড় ও বিশেষ গুণসম্পন্ন ফল সম্পর্কে ধারণা দেন যা কাঁঠালকে নির্দেশ করে।

কাঁঠাল একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী ফল। পাকা কাঁঠালের রসালো কোয়া খুবই মিষ্টি। শর্করা ও ভিটামিনের জন্য পাকা কাঁঠালের জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এ কাঠ খুবই টেকসই এবং ভালো পলিশ নেয়। বাঁশ গৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। ঘরের সব রকম আসবাবপত্র তৈরিতে কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করা হয়। এসব নানা কারণে এ ফলটি বিশেষ গুণসম্পন্ন।

ঘ. সাজিদের পেটের অসুখ ও চর্মরোগের জন্য ব্যবহারকারী গাছটির নাম হলো নিম গাছ। কেননা নিম গাছ পেটের অসুখ ও চর্মরোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখে। এ গাছটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশবান্ধব কৃষিতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম গাছের ব্যবহার অনেকভাবেই হয়ে থাকে। তবে এর ঔষধি গুণ মানুষের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। নিম পাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে। চর্মরোগে নিমপাতার রস ও নিমের তৈল ব্যবহারে উপকার হয়। নিম পাতার রস কৃমির উপদ্রব কমায়। নিমের ডালও ভালো দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার হয়। নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নিম গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম গাছের ঔষধি গুণ থাকায় এটি গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

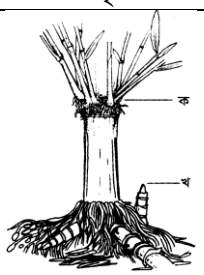

ক. পত্রঝরা উদ্ভিদ কাকে বলে? ১

খ. কাঁঠাল গাছকে বন্যামুক্ত স্থানে রোপণ করতে হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের চিত্রে প্রদর্শিত ক ও খ এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তারে ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষিজ সামগ্রী নির্মাণ কাজে চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শীতকালে যে সকল উদ্ভিদের পাতা ঝরে যায় তাদের পত্রঝরা উদ্ভিদ বলে।

খ. কাঁঠাল গাছকে বন্যামুক্ত স্থানে রোপণ করতে হয়। কারণ কাঁঠাল গাছ পানি সহ্য করতে পারে না। জলাবদ্ধ স্থানে কাঁঠাল গাছ মারা যেতে পারে। এজন্য কাঁঠাল গাছ সবসময় উঁচু স্থানে রোপণ করতে হয়।

গ. বাঁশ চাষের ৰেত্রে কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তারে চিত্রে প্রদর্শিত 'ক' পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। চিত্রে প্রদর্শিত 'ক' পদ্ধতিটির নাম হলো প্রাকমূল কঞ্চি কলম পদ্ধতি। নিচে প্রাকমূল কঞ্চি কলম পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করা হলো :

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁশের অনেক কঞ্চির গোড়ায় প্রাকৃতিকভাবেই শিকড় গজায়। এ ধরনের শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চিকে প্রাকমূল কঞ্চি বলে। কঞ্চি কলম সংগ্রহের এক বছর আগে ১–৩ বছর বয়স্ক বাঁশের মোথা ভেঙে দিতে হয়। বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে এ ধরনের বাঁশ থেকে করাত দিয়ে সাবধানে শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চি কলম কেটে নিতে হবে। সংগৃহীত কলম বালি দিয়ে প্রস্তুত অস্থায়ী বেডে ৭–১০ সেমি গভীরে কচি শিকড় ও মোথাসহ সম্পূর্ণরূ পে বালির মধ্যে দাবিয়ে লাগাতে হবে। নিয়মিত যত্ন নিলে এক মাস পরে সতেজ চারা তৈরি হবে। পলিব্যাগে ২:১ অনুপাতে মাটি ও গোবর মিশ্রণে চারাগুলো রোপণ করতে হবে। এভাবে একবছর রাখার পর কঞ্চি কলম মাঠে লাগাতে হবে।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটি হলো বাঁশ। কৃষিজ সামগ্রী নির্মাণ কাজে বাঁশের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম অঞ্চলে কৃষিজ কাজে বাঁশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে জমির চারদিক ঘেরার জন্য বাঁশ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন লাঙল, জোয়াল, কোদাল, মই, আঁচড়া প্রভৃতি তৈরি হয়। গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো বাঁশ। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁপি, মাথাল ইত্যাদি। আর এগুলো কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃষিজ সামগ্রী নির্মাণ কাজে চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটির অর্থাৎ বাঁশের গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন –৩▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম কী? ১

খ. বাঁশকে কেন গরিবের কাঠ বলা হয়? ২

গ. খলিল মিয়া কিভাবে কাঁঠাল চারা লাগাবেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কাঁঠাল চাষের মাধ্যমে খলিল মিয়া কীভাবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করবে– বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus.*

খ. গৃহনির্মাণ থেকে শুরব করে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য প্রায় সকল ৰেত্রে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। কুটিরশিল্প ছাড়াও কৃষি উপকরণ যেমন : লাঙল, জোয়াল, আঁচড়া ও কোদাল তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়। শস্য ও উদ্ভিদ সংরৰণে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়। কাঠ ও অন্যান্য নির্মাণ উপকরণ ব্যয়বহুল বলে বাঁশের সাহায্যে গরিবরা প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এজন্য বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়।

গ. বন্যামুক্ত সব ধরনের মাটিতে কাঁঠালের চাষ হয় তবে পলি–দোআঁশ বা অল্প লাল মাটির উচু জমিতে কাঁঠালের চাষ ভালো হয়। কাঁঠালের জমি কয়েকবার লাঙল মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। উক্ত জমিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের জন্য শ্রাবণ–ভাদ্র মাস উপযুক্ত সময়। চারা

রোপণের পর গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হয়। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি খুচিয়ে আলগা করে দিতে হবে। চারা রোপণের পর প্রতি বছর পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে। ২–৫ বছর বয়সের গাছে গোবর সার ৩০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম এবং এমপি ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। কাঁঠাল একটি ফলজ ও চিরহরিৎ বৃৰ। এটি একটি বহুবিদ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ। পাকা কাঁঠালের রসালো কোয়া খুবই মিষ্টি। শর্করা ও ভিটামিনের অভাব মেটাতে পাকা কাঁঠালের জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এর রং গাঢ় হলুদ। এ কাঠ কেসই এবং ভালো পলিশ নেয়। বাসগৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাঁঠাল কাঠ এবং পুষ্টির জন্য এর ফল খুবই গুরবত্বপূর্ণ। কাঁঠাল পাতা দুর্যোগকালীন গরব–ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল কাঠ, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কাঁঠালফল ও কাঁঠাল গাছের বহু ব্যবহার রয়েছে। উক্ত কারণে কাঁঠাল চাষের মাধ্যমে খলিল মিয়া অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করবে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

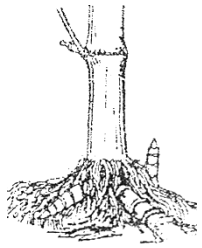

ক. বাঁশের গিট কলম কী? ১

খ. কৃষিকাজে নিম গাছের ২টি গুরবত্ব লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩

ঘ.উদ্দীপকের চিত্রটিকে গরীবের কাঠ বলা হয় কেন? বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বাঁশের কান্ডকে টুকরা টুকরা করে চারা তৈরির পদ্ধতিই গিঁট কলম পদ্ধতি।

খ. কৃষিকাজে নিম গাছের ২টি গুরবত্ব হচ্ছে :

১. নিমপাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে।

২. নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাঁশের মোথা বা অফসেট পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ। এর জন্য ১–৩ বছর বয়সী মোথা বা অফসেট সংগ্রহ করতে হয়। বাঁশের গোড়ার দিকে ৩–৪টি গিঁটসহ মাটির নিচের মোথাকে অফসেট বলে। অফসেটের জন্য নির্বাচিত বাঁশ অবশ্যই সতেজ হতে হবে। চৈত্র মাস অফসেট সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বর্ষা শুরব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত অফসেট অস্থায়ী নার্সারিতে বালির বেড়ে লাগাতে হয়। ১৫–২৫ দিনের মধ্যে অধিকাংশ অফসেট আষাঢ় মাসে তিনভাগ মাটি ও একভাগ গোবর দিয়ে তৈরি গর্তে লাগাতে হয়।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটিকে গরীবের কাঠ বলা হয় বাঁশকে।

বাঁশ বিভিন্ন কৃষিজ সামগ্রী তৈরি ও নির্মাণ কাজে বহুল ব্যবহৃত করা হয়। সাধারণত গরিবের কুটির থেকে বড় বড় অট্টালিকা তৈরিতেও বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। গৃহ নির্মাণ থেকে শুরব করে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য প্রায় সকল ৰেত্রে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। এটি গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। খাল পারাপারে বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করা হয়। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁপি, মাথাল প্রভৃতি তৈরি হয়। এছাড়াও বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র যেমন বুকসেলফ, সোফা, মোড়া, চেয়ার, দোলনা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এছাড়া কৃষি উপকরণ যেমন : লাঙ্গল, জোয়াল, আঁচড়া ও কোদাল তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়। শস্য ও উদ্ভিদ সংরৰণে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়। কাগজ ও রেয়ন তৈরির কাঁচামাল হিসেবে শিল্প কারখানায় বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

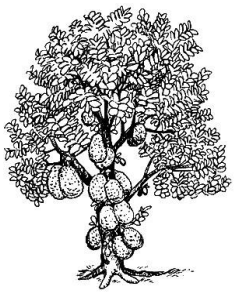

ক. কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ১

খ. গলা কাঁঠাল কেমন? ২

গ. উদ্দীপকের গাছটির গোড়ায় প্রতি বছর কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে? ৩

ঘ.উদ্দীপকের “গাছটি একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ”– বিশেরষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus.*

খ. কাঁঠাল সাধারণত বছরে একবার ফল দেয়। কোয়ার গুনের ভিত্তিতে কাঁঠালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গলা কাঁঠাল তার মধ্যে অন্যতম। মুখে দিলেই এ কাঁঠাল গলে যায়। এসব কাঁঠালের কোয়া নরম।

গ. উদ্দীপকের গাছটি হলো কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছের গোড়ায় প্রতি বছর সার প্রয়োগ করতে হবে, ২–৫ বছর বয়সের গাছে গোবর সার ৩০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম এবং এমওপি ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। ফলবর্তী গাছে পচা গোবর ৫০ কেজি, ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম এবং এম ও পি ৮০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. উদ্দীপকের গাছটি হল কাঁঠাল যা একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ।

পাকা কাঁঠালের রসাল কোয়া খুবই মিষ্টি। শর্করা ও ভিটামিনের অভাব মেটাতে পাকা কাঁঠালের জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা কাঁঠাল এবং কাঁঠালের বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া হয়। পাতা দুর্যোগকালীন সময়ে গরব–ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এর রং গাঢ় হলুদ। এ কাঠ খুবই টেকসই এবং ভালো পলিশ নেয়। বাসগৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। কাঁঠাল গাছের বিবিধ উপযোগিতার কারণে একে বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ বলে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাঁঠাল কাঠ এবং পুষ্টির জন্য এর ফল খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জালালদের বাড়ীর আশেপাশে প্রচুর জমি পতিত পড়েছিল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিৰণ গ্রহণ শেষে সে জমিগুলোতে উদ্যান ফসলের চাষ করল। বাংলাদেশের জাতীয় ফল তার প্রিয় ফল হওয়ায় সে এ জাতীয় গাছ লাগাতে সতর্কতা অবলম্বন করলো। এখন তার প্রকল্প বেশ লাভজনক। তার এ প্রকল্পে এখন অনেক লোক কাজ করে।

ক. প্রাকমূল কঞ্চি কাকে বলে? ১

খ. কাঁঠাল গাছকে কেন বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জালাল গাছ লাগাতে কেন সতর্কতা অবলম্বন করলো– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উদ্দীপকের প্রকল্প হতে জালাল কী কী সুবিধা পেতে পারে? বিশেরষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁশের কঞ্চির গোড়ায় প্রাকৃতিকভাবেই যে শিকড় গজায় সেই মোথাসহ কঞ্চিকে প্রাকমূল কঞ্চি বলে।

খ. কাঁঠাল ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া হয়। কাঁঠাল কাঠ আসবাবপত্র ও দরজা–জানালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা দুর্যোগকালীন সময়ে গরব ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ গাছের বিবিধ উপযোগিতার কারণে একে বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ বলে।

গ. জালালের লাগানো গাছটি কাঁঠাল গাছ।

কাঁঠাল একটি দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডল ও চিরহরিৎ বৃৰ। শ্রাবণ–ভাদ্র মাস কাঁঠালের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কাঁঠাল লাল মাটির উঁচু জমিতে ভালো জন্মে। চারা রোপনের সময় গাছের গোড়া কিছুটা উঁচু করে দিতে হয়। কারণ কাঁঠাল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত পানিতে কাঁঠাল গাছ মারা যায়। এ কারণে জালাল কাঁঠাল গাছ রোপণে সতর্কতা অবলম্বন করলো।

ঘ. জালালের প্রকল্পটি হলো কাঁঠাল বাগান প্রকল্প।

পাকা কাঁঠাল জালাল ও তার পরিবারের সদস্যদের শর্করা ও ভিটামিনের অভাব পূরণে ভূমিকা রাখবে। কাঁচা কাঁঠাল ও কাঁঠাল বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা জালালের পরিবারে সবজির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এর রং গাঢ় হলুদ। এ কাঠ খুবই টেকসই এবং ভালো পালিশ নেয়। বাসগৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। ঘরের সবরকম আসবাবপত্রে কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করা যায়। কাঁঠাল গাছের পাতা দুর্যোগকালীন সময়ে গরব–ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। দুর্যোগকালীন সময়ে গরব–ছাগলের খাদ্য হিসেবে সে কাঁঠাল গাছের পাতা ব্যবহার করতে পারবে।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাজিম সাহেবের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলায়। ব্যবসায়িক কারণে তিনি চট্টগ্রামে বসবাস করেন। চ্যানেল আইতে 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ১০০টি মেহগনি গাছের চারা কিনে বাড়ির পাশের নিচু জমিতে রোপণ করেন। তিন মাস পর বাড়িতে এসে দেখেন চারাগুলো ভালোভাবে জন্মেছে। এরপর তিনি আর বাগানের খোঁজখবর নিতে পারেননি। এক বছর পরে এসে দেখেন বাগানের অর্ধেকের বেশি চারাই মারা গেছে।

ক. ঔষধি উদ্ভিদ কাকে বলে? ১

খ. বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয় কেন? ২

গ. নাজিম সাহেবের বাগানের অধিকাংশ চারা কী কী কারণে মরে যেতে পারে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ.নাজিম সাহেবের বাগানটি সম্পদে পরিণত হত, যদি অধিকাংশ চারা মারা না যেত–বিশেরষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব গাছ বা গাছের কোনো অংশ মানুষের রোগ নিরাময়ে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে ঔষধি উদ্ভিদ বলে।

খ. গ্রামের গরিব মানুষ গৃহ নির্মাণসামগ্রী থেকে শুরব করে, ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁপি, মাথাল, লাঙল, জোয়াল, আঁচড়া, কোদাল ইত্যাদি সকল কিছু তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার করে। তাই বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়।

গ. নাজিম সাহেব বাগানে মেহগনি গাছের চারা রোপণ করেন। যেসব কারণে তার বাগানের চারাগুলো মরে যেতে পারে তা হলো :

মেহগনি উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে ভালো জন্মে এবং জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু নাজিম সাহেব মেহগনির চারাগুলো নিচু জমিতে রোপণ করেন। ফলে বর্ষায় পানি জমে অধিকাংশ চারা মরে যেতে পারে। এছাড়া বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়, চারায় বেড়া ও খুঁটি দিতে হয়, সেচের পর মালচিং দিতে হয়। কিন্তু নাজিম সাহেব এ সকল কাজ করেননি। এসব কারণে তার বাগানের অধিকাংশ চারা মরে যেতে পারে।

ঘ. নাজিম সাহেবের বাগানটি সম্পদে পরিণত হতো, যদি অধিকাংশ চারা মরে না যেত– এ সম্পর্কিত বিশেৱষণ নিচে দেওয়া হলো :

নাজিম সাহেব ১০০টি মেহগনি গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। এ গাছের কাঠ খুব শক্ত ও টেকসই। এ কাঠের আসবাবপত্র সবার পছন্দনীয়। বাসগৃহের সবরকম আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠের বহুল ব্যবহার ও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া ঘরের দরজা, জানালা এবং দরজা–জানালার ফ্রেম তৈরিতেও মেহগনি কাঠ উত্তম। মেহগনি কাঠ দিয়ে হরেক রকম সৌখিন শিল্পসামগ্রীও তৈরি হয়। এ সকল কারণে মেহগনি কাঠের যথেষ্ট গুরবত্ব, চাহিদা ও আর্থিক মূল্য রয়েছে।

নাজিম সাহেবের বাগানের অধিকাংশ চারা মরে না গেলে তার বাগানটি এরূ প সম্পদে পরিণত হতো।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাদল মিয়া গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি তার ঘরবাড়ি নির্মাণে এক ধরনের গাছ ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া তিনি তার শস্য খেতের কীটনাশক হিসেবে আরেকটি গাছের অংশবিশেষ ব্যবহার করেন। এতে করে তার অর্থনৈতিক খরচ অনেক কমে যায় এবং স্বাচ্ছল ভাবে চলতে পারেন।

ক. গরিবের কাঠ বলা হয় কাকে? ১

খ. প্রবনিং কেন করা হয়? ২

গ. বাদল মিয়া ঘরবাড়ি নির্মাণে যে গাছ ব্যবহার করেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ.বাদল মিয়া শস্য খেতের কীটনাশক হিসেবে যে গাছের অংশবিশেষ ব্যবহার করেন সে গাছের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. গরিবের কাঠ বলা হয় বাঁশকে।

খ. গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কর্তন করাকে প্রবনিং বলা হয়। কাষ্ঠল বৃৰকে মূল্যবান করার জন্য প্রবনিং করা হয়। গাছকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবনিং করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং কাঠের পরিমাণ ও মান উন্নত হয়।

গ. নিচে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাদল মিয়ার ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত গাছ অর্থাৎ বাঁশের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো :

বাদল মিয়া ঘরবাড়ি নির্মাণে বাঁশের ব্যবহার করেন। বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাঁশ বিরাট ভূমিকা রাখে। গৃহনির্মাণ থেকে শুরব করে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য প্রায় সকল ৰেত্রে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। বাঁশ গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁপি, মাথাল প্রভৃতি তৈরি হয়। খাল পারাপারে সাঁকো তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার হয়। বাঁশের বাঁশি শিশু কিশোরদের বাদ্যযন্ত্র। কৃষি উপকরণ যেমন : লাঙল, জোয়াল, আঁচড়া ও কোদাল তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়।

এছাড়া শস্য ও উদ্ভিদ সংরৰণেও বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়।

ঘ. বাদল মিয়া শস্য খেতের কীটনাশক হিসেবে নিম গাছের অংশবিশেষ ব্যবহার করেন। কেননা নিমপাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে। নিচে নিম গাছের গুরবত্ব বিশেৱষণ করা হলো :

নিম গাছের ব্যবহার অনেকভাবে হয়ে থাকে। তবে এর ঔষধিগুণ মানুষের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। নিম পাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে নিমপাতার রস ও নিমের তৈল ব্যবহারে উপকার হয়। নিম পাতার রস কৃমির উপদ্রব কমায়। নিমের শুকনা পাতা কাপড়ের ও চালের পোকা দমনে ব্যবহার হয়। নিমের ডাল ভালো দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার হয়। নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম গাছের বাকল বাতজ্বর, দাদ, বিখাউজ, একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পুঁজ পড়া, পায়রিয়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকলের রস মাড়ি শক্ত করে।

প্রশ্ন –৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাফর সাহেব জেলাভিত্তিক কৃষি মেলা দেখতে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন কৃষি উপকরণ এবং একটি ভিডিও ক্লিপ দেখেন। ভিডিও ক্লিপে সামাজিকভাবে বনায়নের গুরবত্ব তুলে ধরা হয়। এছাড়া বন সংরৰণে সবাইকে সচেতন হওয়ার এবং বন সংরৰণ আইন মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। জাফর সাহেব এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বসতবাড়ির খালি জায়গায় বনজ বৃৰের চারা রোপণ করেন এবং সহায়ক খুঁটি প্রদান ও যথানিয়মে সার প্রয়োগ করেন।

ক. গিট কলম পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. গুটি কলমে গোবর সার মিশ্রিত মাটির পেস্ট ব্যবহার করা হয় কেন? ২

গ. জাফর সাহেবের রোপণকৃত চারাগুলো সংরৰণের জন্য উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া আর কী কী করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.বন সংরৰণের জন্য জাফর সাহেবের ভিডিও ক্লিপে দেখা পরামর্শ ছাড়াও আমাদের আর কী কী করা উচিত? মতামত দাও। ৪

▸◂ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বাঁশের কান্ডকে টুকরো টুকরো করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে গিট কলম পদ্ধতি বলে।

খ. গুটি কলমের নির্ধারিত স্থানে গোবর সার মিশ্রিত মাটির পেস্ট ব্যবহার করা হয়। কারণ পেস্ট ব্যবহারের ফলে কর্তিত অংশ থেকে শিকড় গজাবে। আর পেস্ট ব্যবহার না করলে শিকড় না গজিয়ে কাটা জাঁয়গাটি শুকিয়ে যাবে। এমনকি ডালটি মরেও যেতে পারে।

গ. জাফর সাহেবের রোপণকৃত চারাগুলো সংরৰণের জন্য উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া আরও যা কাজ করতে হবে।

১. নিয়মিত সেচ দিতে হবে। সেচের পর চারার গোড়ায় মালচিং বা জাবড়া দিতে হবে।
২. চারায় বেড়া দিতে হবে, যাতে গরব ছাগল– চারা নষ্ট করতে না পারে।
৩. নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
৪. প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. প্রয়োজনে পার্শ্বকুঁড়ি ও অপ্রয়োজনীয় শাখা বা ডালপালা অপসারণ করতে হবে।
৬. রোগ ও পোকামাকড় দমন করতে হবে।

ঘ. বন সংরৰণের জন্য জাফর সাহেবের ভিডিও ক্লিপে দেখা পরামর্শ ছাড়াও আমাদের আরও কতগুলো কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। নিচে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

১. জনগণকে বনের গুরবত্ব বুঝাতে হবে।
২. সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে সবাইকে অংশ নিতে হবে।
৩. বনদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে।
৪. স্বাভাবিক নিয়মে বন সৃষ্টিতে বাধা দেওয়া যাবেনা বরং বন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৫. বন দখলের হাত থেকে রৰা করতে হবে।
৬. নির্বিচারে বনের গাছপালা কাটা বন্ধ করতে হবে।
৭. বনের মধ্যে অবৈধভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।
৮. বনের পশুপাখি ধ্বংস করা যাবেনা।
৯. বনসংরৰণ আইন জানতে হবে।

উপরিউক্ত কাজের মাধ্যমেই বন সংরৰণ সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন –১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. আমাদের দেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ কত ভাগ? ১
খ. কাষ্ঠল বৃৰ সংরৰণের উপায় কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রগুলো কান্ড থেকে নতুন চারা তৈরির কিরূ প পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত পদ্ধতিটি কান্ড থেকে নতুন চারা তৈরির একমাত্র পদ্ধতি– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

▸◂ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. আমাদের দেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ।

খ. কাষ্ঠল বৃৰ সংরৰণের জন্য প্রবনিং, পরিচর্যা ও রোগবালাই দমন প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবনিং করা হলে কাঠের পরিমাণ ও মান উন্নত হয়। উপর্যুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। রোগবালাই ও পোকামাকড় দিয়ে আক্রান্ত হলে রাসায়নিক কীটনাশক দিয়ে তা দমন করতে হয়।

গ. চিত্রগুলো কান্ড থেকে নতুন চারা তৈরির অন্যতম পদ্ধতি গুটি কলমকে নির্দেশ করে।

গুটি কলম তৈরির জন্য এক বছর বয়সের সতেজ ডাল নির্বাচন করতে হয়। এরপর তিনভাগ দোআঁশ মাটির সাথে একভাগ পচা গোবর সার মিশিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে নির্বাচিত কান্ডের অগ্রভাগ থেকে অন্তত ৬০ সেমি নিচের ৫ সেমি অংশ গোল করে ছাড়িয়ে নিতে হয়। বাকলমুক্ত অংশ প্রথমে চট দিয়ে একটু ঘষে নিতে হয়। এরপর বাকলমুক্ত অংশে পেস্ট লাগিয়ে পলিথিনে মুড়ে দুই মুখ সুতা দিয়ে বাঁধতে হয়।

ঘ. উক্ত পদ্ধতিটি হলো গুটি কলম পদ্ধতি। গুটি কলম পদ্ধতি কান্ড থেকে নতুন চারা তৈরির একমাত্র পদ্ধতি– বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি না। এর সপৰের যুক্তিগুলো হলো :

গুটি কলম পদ্ধতি নতুন চারা তৈরির একমাত্র পদ্ধতি নয়। এটি ছাড়া কান্ড থেকে নতুন চারা তৈরির আরও পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো :

শাখা কলম বা কাটিং : এ পদ্ধতিতে একটি বৃৰের শাখা কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শাখাটি স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে নতুন গাছে পরিণত হয়।

ভিনিয়ার কলম : এ পদ্ধতিতে আম, কাঁঠাল গাছে কলম করা হয়। বসন্ত ও শরৎকাল ভিনিয়ার কলম করার উপযুক্ত সময়।

প্রশ্ন –১১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিৰক শ্রেণিকৰে কৃষিজ সামগ্রী কাঠ ও বাঁশের ব্যবহার পদ্ধতির তালিকা তৈরি করতে বলেন। জুলিয়া নিম্নোক্ত তালিকাটি তৈরি করে শিৰককে দেখায় :

তৈরিকৃত সামগ্রী	ব্যবহৃত কাঠ/বাঁশ
বাসগৃহের খুঁটি, আড়া, পাটাতন	শাল, সেগুন, সুন্দরী
লাঙল, জোয়াল, আচরা	তাল, বাবলা, মেহগনি

আসবাবপত্র	মরাল, পিতরাজ, কদম
যন্ত্রপাতি	কাঁঠাল, রেইনট্রি, বরাক

ক. কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি উঁচু করে দিতে হয় কেন? ২

গ. জুলিয়ার তৈরিকৃত তালিকাটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৩

ঘ.জুলিয়ার তৈরিকৃত তালিকাটিকে তুমি কী পূর্ণাঙ্গ তালিকা বলে আখ্যায়িত করবে? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

▸◂ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. উদ্ভিদের কান্ড বা শাখা থেকে নতুন চারা তৈরির পদ্ধতিকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতি বলা হয়।

খ. চারার গোড়ায় যাতে পানি না জমে এজন্য রোপণের পর চারা গাছের গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হয়। কারণ চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি উঁচু করে না দিলে চারার গোড়ায় পানি জমে পঁচে যেতে পারে বা চারা মারা যেতে পারে।

গ. নিচে জুলিয়ার তৈরিকৃত তালিকার যথার্থতা নিরূপণ করা হলো :

জুলিয়া তার তৈরিকৃত তালিকায় বাসগৃহের খুঁটি, আড়া ও পাটাতন তৈরিতে শাল, সেগুন ও সুন্দরী কাঠের কথা উলেৰখ করেছে। জুলিয়ার এ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে যথার্থ হয়েছে। এরপর সে লাঙল, জোয়াল ও আচরা তৈরিতে তাল, বাবলা ও মেহগনি কাঠের কথা উলেৰখ করেছে। জুলিয়ার এ অংশটুকু অনেকাংশে যথার্থ হয়েছে। কেননা লাঙল, জোয়াল ও আচরা তৈরিতে তাল ও বাবলা কাঠ ব্যবহৃত হয়। আর মেহগনি কাঠ ব্যবহৃত হয় আসবাবপত্র তৈরিতে। জুলিয়া আসবাবপত্র তৈরিতে মরাল বাঁশ এবং পিতরাজ ও কদম কাঠের ব্যবহারের কথা লিখেছে। তার এ অংশটুকু আংশিকভাবে যথার্থ হয়েছে। কারণ আসবাবপত্র তৈরিতে মরাল বাঁশ ব্যবহৃত হলেও পিতরাজ ও কদম কাঠ ব্যবহৃত হয় না। জুলিয়া তার তৈরিকৃত তালিকার সর্বশেষ অংশে যন্ত্রপাতি তৈরিতে বরাক বাঁশ, কড়ই, কাঁঠাল ও রেইনট্রি কাঠের ব্যবহারের কথা উলেৰখ করেছে। এসব কাঠ আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাজেই বলা যায়, জুলিয়ার তৈরিকৃত তালিকাটি সম্পূর্ণরূপে যথার্থ না হলেও অনেকাংশেই তা যথার্থ হয়েছে।

ঘ. জুলিয়া তার তৈরিকৃত তালিকায় বাসগৃহের খুঁটি, আড়া, পাটাতন, লাঙল, জোয়াল, আচরা, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরিতে কৃষিজ সামগ্রী কাঠ ও বাঁশের ব্যবহার পদ্ধতির কথা উলেৰখ করেছে। তবে এসব ৰেত্র ছাড়াও কাঠ ও বাঁশের আরও ব্যবহার পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো :

যানবাহন তৈরিতে কাঠ : নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, বাস, ট্রাক তৈরিতে কাঠ ব্যবহার হয়। এছাড়া গরুর গাড়ি, রিকশা, ভ্যান, রেল লাইনের স্লিপার প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শাল, সুন্দরি, জারুল, বাবলা, পিতরাজ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার হয়।

জ্বালানি হিসেবে কাঠ : আম, মান্দার, পিতরাজ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ বা বর্জ্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া দেয়াশলাই তৈরি হয় গেওয়া, শিমুল, কদম ও ছাতিম গাছের কাঠ দিয়ে। পরাইউড তৈরিতে আম, পিতরাজ, কদম কাঠের ব্যবহার হয়। কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেজিং বাক্স।

নির্মাণ কাজে বাঁশ : গ্রামীণ স্বল্প আয়ের মানুষেরা বাড়ি–ঘর নির্মাণে বাঁশের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বরাক ও এ জাতীয় শক্ত বাঁশ গৃহনির্মাণে বেশি ব্যবহার হয়।

সজ্জিতকরণে বাঁশ : মরাল, তলরা ও সূক্ষ্ম আঁশসম্পন্ন বাঁশ দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়। ঘর–বাড়ি ও অফিস সজ্জিতকরণে এসব বাঁশের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

যানবাহন তৈরি ও জ্বালানি হিসেবে বাঁশ : শক্ত ধরনের বরাক বাঁশ যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। রিকশা, নৌকা, গরুর ও ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। সব ধরনের বাঁশ, বাঁশপাতা ও অন্যান্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন –১২ ▸

ক. কোন বৃৰ লাল মাটির উচ্চ জমিতে ভালো জন্মে। ১

খ. কোয়ার গুনের ভিত্তিতে কাঁঠালকে কয় ভাগে করা হয় ও কি কি? ২

গ. উদ্দীপকের বৃৰের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বৃৰের রোপন ও এর পরবর্তী পরিচর্যা বিশেৰষণ কর। ৪

প্রশ্ন-১৩ ▸ কৃষি শিৰক সফি সাহেব ৭ম শ্রেণির কৃষিশিৰা ক্লাসে কাঠের বহুবিধ ব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে গৃহনির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র ও সৌখিন দ্রব্য তৈরিতে কাঠের ব্যবহার ব্যাখ্যা করেন। বিশেষভাবে মেহগনি ও কাঁঠাল কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শেষে তিনি বলেন। আসবাবপত্র ও গৃহের নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে মেহগনি ও কাঁঠাল খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

ক. অজ্গাজ বংশ বিস্তার কাকে বলে। ১

খ. কৃত্রিম অজ্গাজ প্রজনন কয়টি ও কি কি? ২

গ. উলেৱখিত ৰেত্রে ছাড়া আর যেসব ৰেত্রে কাঠ ব্যবহার করা হয় তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উলেৱখিত কাঠ দুটি সম্পর্কে তুলনামূলক পার্থক্য মূল্যায়ন কর। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মেহগনির আদি নিবাস কোনটি?

উত্তর : মেহগনির আদি নিবাস জ্যামাইকা ও মধ্য আমেরিকা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মেহগনি গাছের প্রজাতি হিসেবে কয়টি নাম পাওয়া যায়?

উত্তর : মেহগনি গাছের প্রজাতি হিসেবে দুইটি নাম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মেহগনি কেমন উদ্দিদ?

উত্তর : মেহগনি একটি দ্বিবীজ পত্রী কাষ্ঠল উদ্ভিদ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাঁশ সাধারণত কত মিটার লম্বা হয়?

উত্তর : বাঁশ সাধারণত ৫ থেকে ৭ মিটার লম্বা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশে কত রকমের বাঁশ পাওয়া যায়?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রায় ২৩ রকমের বাঁশ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বীজ ছাড়া আর কীভাবে নিমের বংশবিস্তার হয়?

উত্তর : বীজ ছাড়া মূল ও কাণ্ডের মাধ্যমে নিচের বংশবিস্তার হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মেহগনি কাঠ কেমন?

উত্তর : মেহগনি কাঠ খুবই শক্ত ও টেকসই।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাঁশকে কাদের কাঠ বলা হয়?

উত্তর : বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কোন জমিতে কাঁঠালের চাষ বেশি হয়?

উত্তর : পলি-দোঁআশ বা অল্প লালমাটি উঁচু জমিতে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কাঁঠালের চারা রোপণের সময় কোনটি?

উত্তর : কাঁঠালের চারা রোপণের সময় হচ্ছে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ অফসেট কাকে বলে?

উত্তর : বাঁশের গোড়ার দিকে ৩-৪ টি গিটসহ মাটির নিচের মোথাকে অফসেট বলে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কাঁঠালের চারা কীভাবে রোপণ করা হয়?

উত্তর : বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম রোপণ করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কয়টি উপায়ে বাঁশের চাষ করা হয়?

উত্তর : ৩টি উপায়ে বাঁশের চাষ করা হয়।

◘ অনুধাবনমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মেহগনি গাছের চারা রোপণের পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করতে হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বুনতে হয়। জুন থেকে শুরব করে আগস্ট মাস পর্যন্ত মেহগনি চারা রোপণ করা হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কাঠালের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

উত্তর : কোয়ার গুণের ভিত্তিতে কাঁঠালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা :

১. খাজা কাঁঠাল– এসব কাঁঠালের কোয়া শক্ত।

২. আধরসা কাঁঠাল– এসব কাঁঠালের কোয়া মুখের দিকে শক্ত কিন্তু পিছনের দিকে নরম।

৩. গলা কাঁঠাল– এসব কাঁঠালের কোয়া নরম। মুখে দিলেই গলে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ নিম গাছের বৈশিষ্ট্য লেখ?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই নিম গাছ দেখা যায়। নিম্নের কমপৰে ২টি প্রজাতি রয়েছে। নিম গাছ প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ফেব্রবয়ারি-মার্চ মাসে নতুন পাতা গজায়। পত্র যৌগিক ৯-১৫টি পত্র ফলক থাকে। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতির এবং পাকলে পরে হলদে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ নিম গাছের গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : নিম গাছের ব্যবহার অনেকভাবে হয়ে থাকে। তবে এর ঔষধি গুণ মানুষের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। নিমপাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে। চর্ম রোগে নিম পাতার রস ও নিমের তৈল ব্যবহারে উপকার হয়। নিম পাতার রস কৃমির উপদ্রব কমায়। নিমের শুকনা পাতা কাপড়ের ও চালের পোকা দমনে ব্যবহার হয়। নিমের ডাল ভালো দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার হয়। নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম গাছের ছাল বাতজ্বর, দাদ, বিখাউজ, একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পূঁজ পড়া, পাইরিয়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ছালের রস দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। নিম ডাল দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজা ভালো।